IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 9, Series 1 (September, 2025) 183-184
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : মানবতাবাদের মন্ত্র

Sumanta Dutta
Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, India

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য কবিতার জগতে এক জটিল ও কনিষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। যুগ চেতনার প্রতিটি অনুভবের স্পন্দন তাঁর কবিতার অণুতে রেণুতে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ দিকে, চল্লিশের শুরুতে যখন রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির প্রশংসাধন্য রাশিয়াজয়ী কমিউনিজম এদেশে নবীন আগন্তুক, তখন শিক্ষিত উদারপ্রাণ যুবক সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানবপ্রেমের সঞ্জীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত হতে কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য, দীনেশ দাস, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় একই পথের পথিক হলেও জনমনের অনেক কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন কবি সুকান্তের পাশাপাশি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও। এঁর মধ্যে আমার আলোচ্য চল্লিশের দশকের অন্যতম পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর কাব্য কবিতার পটভূমি হল তিরিশের-চল্লিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল পরিবেশ, কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও স্বপ্নস্বর্গ রচিত না হওয়া ইতিহাস। তাঁর অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিখা তাঁর কবিতাকে সমকালীন অন্যান্য কবিদের বৃত্ত থেকে অন্য এক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে। তাঁর বোধগত আন্তরিকতা ও প্রকাশগত কৌশল তাঁকে বাংলা কবিতার জগতে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে। তিনি এক বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হলেও গভীর আন্তরিকতার ঐশ্বর্যেই তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলি শ্লোগান সর্বস্বতায় পর্যবসিত না হয়ে কবিতার সার্থক ও রসোত্তীর্ণ মূর্তিতে ধরা পড়েছে পাঠকের কাছে। তিনিই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম কবি যিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর কবিসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

> "তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী, তাঁর মুক্তি কামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতা নির্বাচিত মনীষী সম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য সমাজেরই জন্য, সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই।"[১] (‘কালের পুতুল’)

এছাড়া তাঁর 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর অ-বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিশিষ্ট কারণে কবিতা পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে তাঁকে সাদর আতিথ্য প্রদান করলেন। যে বিশিষ্টতার মধ্যেই সুপ্ত ছিল প্রছন্নভাবে কবি সুভাষের মার্ক্সবাদী দর্শনটি।

তাঁর কবিতায় সরল সাবলীল সাধারণ ভাষা ব্যবহারে সংগ্রামী আহ্বান ধ্বনিত হল। সমকালীন ইতিহাসে স্বদেশ ও বিশ্বের দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ বাস্তবে মানবিক উত্তরণের শক্তিগুলির পক্ষ নিতে, তাঁর কোনো সংকোচ নেই। বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মেচ্ছার সহযোগে, মার্কসবাদী রাজনৈতিক চেতনার কবি হিসাবে বাংলা কবিতায় যেন ক্রান্তির সূচনা করলেন। আত্মরতির বাংলা কবিতার মাঝখানে এই অনতি ইন্টেলেকচুয়াল সারল্য, আর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যঙ্গে ও বিশ্বাসে ভরা কবিতাগুলি যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা।

> "কৃষক মজুর তোমার শরণ-
>
> জানি আজ নেই অন্য গতি;
>
> যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ,
>
> সেই পথে নাও আমাদের টেনে।"[২]

কমিউনিস্ট পার্টির লেখক-কর্মী হিসাবেই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই খেটে খাওয়া মানুষের, মজুরের সংগঠনের কাজকর্মের নানান বিমূর্ত মানবতার ধারণা বদলে মূর্ত রক্ত মাংসের মানুষজনের ভূগোলে ভরে উঠল। তাঁর কবিতার কথা-শরীর। এভাবেই লেখার জগৎ আর কাজের জগৎ, তার মধ্যে আসা যাওয়ার ভেতর দিয়ে আমরা দুটোকেই সজীব রাখতে পারি। আসলে মার্কসবাদী ভাবনার মূল প্রত্যয়গুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে এর সকল দ্বন্দ বিরোধের মধ্যে জাগ্রত ইতিবাচকতাকে নিজ বিশ্বাস ও সৃষ্টির জগতের প্রেরণা হিসাবে সদাজাগ্রত রেখেছেন নিজেকে।

তাঁর 'পদাতিক' (১৯৪০) তার প্রথম কাব্যগ্রন্থেরে কবিতাগুলি ১৯৩৮-৪০-এর সময়পর্বে রচনা। এই কাব্যের কবিতাগুলি প্রতি পদে পদে চমক দেয়। এর রচনারীতি ও কলাকৌশলও অভিনব। নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনাই এই কাব্যের মূল লক্ষ্য যেন। ভারত তথা বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী শোষণ-অত্যাচার-লাঞ্ছনার চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ এখানে প্রকাশিত হয়। কবি এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'মে দিনের কবিতা'তেই ঘোষণা করেছেন যুগীয় অরাজকতাময় পটভূমিতে হবে অত্যাচার-অনাচার-শোষণ-বঞ্চনা প্রভৃতি দূর করতে- ‘প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা’। স্পষ্টত এখানে কমিউনিজম মানসিকতার প্রকাশ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীতে সংহত ও সমবেত ঐক্যের কথা বিঘোষিত হয়েছে। এই বিশ্বাস কবিকে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। তাই তিনি বলেছেন-

"শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না

প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা।

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না

পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।"[৩] ('মে দিনের কবিতা')।

-বাংলা কবিতায় এইভাবে নজরুলের পরে বিদ্রোহী কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃত জীবনপ্রেমিক মানবাত্মার প্রতিভূ বলেই 'পদাতিক' কাব্যের 'সকলের গান' কবিতায় নির্দ্বিধায় উচ্চকণ্ঠে বলেছেন- "কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"[৪] -কবি এখানে 'নবযুগ' কথাটির মাধ্যমে আশাবাদী জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি জীবনপ্রেমিক ও মানবপ্রেমী ছিলেন বলেই যেখানে অন্যায় অত্যাচার, মানবাত্মার শৃঙ্খলিত রূপ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি হু-হুংকারে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তাই 'পদাতিক', অগ্নিকোণ' ও 'চিরকুট' কাব্যে তাঁর জোরালো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন মূলতঃ মানব জাতির কল্যাণের জন্যই। এই কাব্যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চেতনার যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়েও তীব্র শ্লেষ-বিদ্রুপ ও বক্রোক্তিতে অবক্ষয়িত সমাজকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আসলে মানবতারই জয়গান গেয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রামের পথে সমাজে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন নবযুগের। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি পুরাতনের বিরুদ্ধে শাণিত ভঙ্গী ব্যবহার করলেও তাঁর ভাবাদর্শের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ শুধু ব্যঙ্গের সাহায্যে পুরাতনকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর কবিতায় ভাবাদর্শের সঙ্গে শৈলীর বিরোধ হয়েছে, দেখা দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কখনো কবিতাকে প্রচারধর্মী করেছেন, কখনো ছড়া, রূপকথা, চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। লোক সাহিত্যের আঙ্গিক ব্যবহার করে জনসাধারণের সাথে যোগ সেতু গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আসলে তিনি প্রথমাবধি মুখ্যত সমকালীন জীবনের কবি, সমাজবোধের কবি, মানবতাবাদী কবি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে তিনি আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার আলোক ভাষায় ধরে রেখেছেন। তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী, মানুষের সহযাত্রী। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভয়ে-পরাজয়ের নিত্যসঙ্গী ও সহমর্মী। তাই সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর কাব্যভাষা। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে একসময় সরে এলেও তাঁর প্রগতিশীল মনের গতি একটুও মন্থর হয়নি। সার্বভৌম হিতৈষণা ও মানবিকতাবোধের চরমে উত্তরিত হয়েছিলেন তিনি। তিনি শুধু 'পদাতিক' কবি নন, চির পদাতিক কবি-শুধু এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। এই ভাবেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য-কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক বলিষ্ট কবিব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। তিনি রবীন্দ্র-বিরোধী কবি নন, আবার রবীন্দ্রানুসারী কবিও নন। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার ও স্বীকরণে তিনি এক স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে। তাঁর অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিক্ষা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা। তিনি তাঁর কবিতায় সমগ্র মনুষ্য সমাজ্যের মুক্তির কথা বলেছেন। আর তিনি জেনেছিলেন সাম্য ও সংহতি ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই এক বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসে কাব্য-কবিতা রচনা করলেও আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে ও প্রকরণের মহিমায় তা শ্লোগান সর্বস্ব না হয়ে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। বসু বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পালিশার্স, কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ৮৩।

২। মুখোপাধ্যায়ের, সুভাষ, 'কবিতা সংগ্রহ', 'বিশ্ববাণী প্রকাশণী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ – ১৯৫৭, পৃষ্ঠা- ১৫।

৩। তদেব পৃষ্ঠা- ৫।

৪। তদেব পৃষ্ঠা- ৬।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) সিকদার, অশ্রুকুমার, 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়', ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, অরুণা প্রকাশনী, ১৪০৬, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা- ৬।

২) ত্রিপাঠী, দীপ্ত, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১২।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১২।

৪) দত্ত (সম্পাদিত), সন্দীপ' 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য' দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯।

৫) মুখোপাধ্যায়, ডঃ বাসন্তীকুমার, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩।